



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 998 - 1005

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848


আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে জাঁ জাক রুশো ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তার একটি তুলনামূলক আলোচনা

অনন্যা সরকার

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

Email ID: ananyasarkar70@gmail.com

 0009-0009-5620-5914

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Rousseau,
Rabindranath,
Modern
Civilization, People,
Nature, Education,
Society,
Artificiality,
Mechanical.

Abstract

In the early stages of human civilization, nature was the sole source of human life sustaining. Humans were completely dependent on nature for food, water and shelter. According to French Philosopher Rousseau, in this state of nature, people lived a simple, uncomplicated and free from all forms of discrimination. In the thoughts of Indian poet and philosopher Rabindranath Tagore, it was in this forest centric life that humans found solidaric with nature and attained a greater philosophy of life, self-realization was possible and able to achieve self-realization and develop spiritual consciousness. But with the development of urban centric civilization, people are becoming distant from contact with nature.

With the development of modern civilization, art, literature, science and technology have gradually improved. In the wake of modernity people have moved away from their simple, free, and natural lives, have gradually become hypocritical, cowardly, cruel, lazy, selfish, jealous, showy and mechanical in nature. The natural environment is gradually being damaged by human activities. These negative aspects of modern civilization did not escape the attention of Rousseau and Rabindranath. These two great philosophers presented their thoughts influenced by their contemporary situations and events. They both recommended nature centric education systems in the context of the need to understand the importance of nature and the environment in human lives. They believe that this will help future generations grow up to be responsible compassionate and environmentally conscious citizens.

Developing human qualities in people will reduce the discriminatory mentality in society regarding rich-poor, high-low etc. In this way, the negative effects of modern civilization will be reduced and above all the overall development of people will be possible.

Discussion

ভূমিকা : আধুনিক সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রভাবে বাহ্যিক উন্নয়নের ফলস্বরূপ একদিকে চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, শস্য উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমরাজ, মহাকাশ গবেষণা, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন হয়। অন্যদিকে তেমন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানসিক চাপ, নিঃসঙ্গতা, আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতা, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের মতো সমস্যার পরিস্থিতি মানবজাতি তথা প্রকৃতিকে নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে।

আধুনিক সভ্যতার এই নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের সতর্ক করার প্রচেষ্টা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশো (1712-1778) ও ভারতীয় দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1861-1941)। তাঁরা উভয়েই মনে করেন আধুনিক সভ্যতার ফলস্বরূপ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতি জীবনের সহজ, সরল, আবেগপূর্ণ, অনাড়ম্বর জীবনযাপন থেকে সরে ক্রমশ কৃত্রিম প্রদর্শনপ্রিয় ও যান্ত্রিক প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। তবে স্থান ও কালভেদে তাঁদের চিন্তাধারায় সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের ধর্মাত্মতা, গোঁড়ামি ও পরম্পরাগত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের শোষিত হওয়ার পরিস্থিতি রুশোর চিন্তকে আলোড়িত করেছিল। এছাড়া ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তির ধারার ফলস্বরূপ শিল্প, দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন তাঁর চিন্তা ধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় নবজাগরণের ফলাফল, মানব সভ্যতার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি, পাশ্চাত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদের ভয়াবহ প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন।

রুশোর ‘Discourses on the Arts and Sciences’ (1750), ‘Discourses on Inequality’ (1755), ‘The Social Contract’ (1762), ‘Emile’ (1762) প্রভৃতি রচনায় আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ (1926), ‘মুক্তধারা’ (1922), ‘মানুষের ধর্ম’ (1931), ‘সাধনা’ (1913), ‘Nationalism’ (1917), ‘Creative Unity’ (1922), ‘সভ্যতার সংকট’ (1941) প্রমুখ রচনায় আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা, বস্তুরাধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়।

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সূচনাপর্বে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে মানবজীবন কেমন ছিল, আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব কিভাবে মানবজীবনকে পরিবর্তিত করে চলেছে এবং এই নেতিবাচক প্রভাবগুলি দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার ভাবনা কতটা গুরুত্বের দাবি রাখে সেই সম্পর্কে রুশো ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার রূপরেখা এভাবে উপস্থাপিত করা হল -

আধুনিক সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক : আধুনিক সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে মানবজীবন ছিল সম্পূর্ণ প্রকৃতিনির্ভর। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও মানবসভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৃতির অবদান ছিল অপারিসীম। রুশো ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের চিন্তাধারায় প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক চিত্রায়নের ক্ষেত্রে নিজের দেশের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলে প্রভাব স্থানলাভ করেছে।

রুশো মনে করেন মানব ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। মানুষ বাস করত প্রাকৃতিক অবস্থা (State of Nature)-এর মধ্যে। এই প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, অকৃত্রিম, জটিলতামুক্ত। মানুষের মধ্যে কলহ, বিবাদ, হিংসা, দ্বेष ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন ও মুক্ত জীবনযাপন করত।

“Let us conclude then, that man in a state of nature, wandering up and down the forests, without industry, without speech and without home, an equal stranger to all ties.”²

কিন্তু ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব, মানুষের বিচারবুদ্ধির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটায় ধনী দরিদ্রের মধ্যে সংঘাত, নরহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহের মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। এই প্রসঙ্গে রুশো বলেন, -

“It was iron and corn, which first civilized man and ruined humanity.”²

এই ভয়ানক অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আদিম মানব সমাজ চুক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করল রুশোর মতে এই চুক্তি হয়েছিল জনগণের নিজেদের মধ্যেই চুক্তির দ্বারা জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতায় অর্পণ করেছিল সাধারণ ইচ্ছা (General Will)-এর হাতে। রুশোর ভাষায়, -

“The problem is to find a form of association which will defend and protect with the whole common force the person and goods of each associate, and in which each, while uniting himself with all, may still obey himself alone and remain as free as before.”³

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রাচীনকালে মানবসভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল অরন্যে। মানুষ প্রকৃতির ছত্রছায়ায় জীবনদর্শনের জ্ঞানলাভ করেছিল, আত্মশক্তিকে অনুভব করেছিল, আধ্যাত্মিক চেতনার সূচনা হয়েছিল। তাই সভ্যতার বিকাশে অরণ্যকেন্দ্রিক জীবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি বিষয়টি ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনা করার প্রচেষ্টা রেখেছেন। তাঁর ‘সাধনা’ রচনায় উল্লেখ রয়েছে, প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা মানুষের কাছে আত্মোপলব্ধি গুরুত্ব পেত। তখন মানুষের মন সাম্রাজ্য বিস্তার, ভূখণ্ড দখলের লড়াইয়ের মত সংকীর্ণ ভাবনা থেকে মুক্ত ছিল। তাঁর কথায়—

“তখন মানুষের লক্ষ্য ছিল উপলব্ধি করা, দখল করা নয়; প্রকৃতির মধ্যে এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মচেতনের বিস্ফোরণ... ব্যপ্তি আত্মা ও বিশ্বাত্মার মধ্যে এই সংহতি সাধনের সাধনাই ছিল প্রাচীন অরণ্যবাসী ভারতীয় ঋষির সাধনা।”⁴

পরবর্তীকালে সভ্যতার অগ্রগতির ফলস্বরূপ পশুপালন, কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে, অরণ্যের চারপাশে নগরকেন্দ্রিক জীবনের সূত্রপাত হয়। একাধিক পরাক্রমশালী রাজার রাজত্বের সূচনা হয়। ভারতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি, তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে যেভাবে উপলব্ধি করা হত তাঁর সাথে ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য তার দৃষ্টি এড়ায়নি তিনি বলেছেন—

“পাশ্চাত্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে চলেছে - এ তার গর্ব। ... সেখান থেকে আমরা যা চাই তা লাভ করতে হবে জোর করে। এই আবেগ পুরপ্রাচীর গড়ে তোলার অভ্যাসের ফল... কিন্তু ভারতের দৃষ্টিকোণ ছিল স্বতন্ত্র; তার কাছে মানুষ ও জগৎ মিলেই একটি মহান সত্য, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে যে সংহতি রয়েছে, সে গুরুত্ব দিয়েছিল সে সংহতির উপর।”⁵

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক ও সামাজিক জীব হিসেবে দেখেছেন। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল সমাজেরই একটি আংশিক ও পেশাগত বিষয়। মানব প্রকৃতির দুটি প্রবণতাকে তিনি চিহ্নিত করেন - ১) আত্মতৃপ্তি ও ২) আত্মোন্নতি। মানুষ জৈব প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে পার্থিব সুখের সন্ধান করে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে অন্য একটি বৃত্তি নিহিত রয়েছে সেটা হল সকলের মঙ্গলকামনা তথা সমাজের মঙ্গলচিন্তা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

“নিজেকে বড়ো করে তোলা যার লক্ষ্য তিনি বাকি সবকিছু খাটো করে ফেলেন। তার নিজের তুলনায় জগতের বাকিটা তখন মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই সবকিছুর সত্তা বিষয়ে পূর্ব সচেতন হতে হলে মানুষের উচিত নিজেকে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত রাখা। এই শিক্ষা মেনেই সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য, অপরের দুঃখ লাঘবের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। মানুষের বৃহত্তর জীবন লাভের প্রচেষ্টার জন্য নির্লোভ স্বভাব এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজন।”⁶

এই আলোচনা থেকে এ কথা অনুধাবন করা যায় যে রুশো মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করে প্রকৃতির রাজ্যে (স্টেট অব নেচার) - এর ধারণা উপস্থাপন করেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট হতে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে রুশোর চিন্তায় সমাজের গুরুত্ব খুব একটা বেশি প্রাধান্য না পেলেও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ বেশি গুরুত্বলাভ করেছিল। তিনি মনে করেন সমাজের মধ্য দিয়ে সকল মানুষের মিলন ঘটে।

আধুনিক সভ্যতার সমালোচনা : আধুনিক সভ্যতার শিল্প, সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশকে মানব সমাজের উন্নয়নের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর ফলস্বরূপ মানুষ প্রকৃতিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের আসল সত্তাকে হারিয়ে যান্ত্রিক ও কৃত্রিম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

সভ্যতার আলোক রশ্মির বিপরীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলি রুশো ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই প্রসঙ্গে উভয় দার্শনিক নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রুশোর মতে, মানুষের নিরাপত্তা ও কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে সরকার ও আইনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এদের কাজ ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমারেখা নির্ধারণ করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানব প্রগতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ব্যক্তিসত্তাকে মুক্ত করার বদলে নিয়ন্ত্রণ করে। তথাকথিত সভ্য জাতিতে পরিণত করার জন্য নির্দিষ্ট ছাঁচে ব্যক্তিকে ফেলে তা নিজস্বতাকে ক্রমশ নষ্ট করে। তিনি বলেন—

“The arts, literature and the sciences, less despotic though perhaps more powerful, fling garlands of flowers over the chains which weigh them down. They stifle in men's breasts that sense of original liberty, [and] cause them to love their own slavery.”⁹

আধুনিক সভ্যতায় যেভাবে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে দমন করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“সভ্যতা এমন একটি ছাঁচ যা প্রতিটি জাতি নিজের জন্য গঠন করে – উদ্দেশ্য সেরা আদর্শ অনুসারে নরনারীকে গড়ে তোলা... এ যেমন কোনও বাধা মানে না, তেমনি সবকিছুর উপর নিজেকে জাহির করাই এর লক্ষ্য।”^৮

যেখানেই শিল্প ও বিজ্ঞান শীর্ষে পৌঁছেছিল সেখানেই নৈতিক অবক্ষয় হয়েছিল বলে রুশো দাবি করেন এবং উদাহরণ হিসেবে মিশর, এথেন্স, রোম ও চীনের কথা বলেন। আবার তিনি দেখান প্রতিটি নির্দিষ্ট শিল্প ও বিজ্ঞান কিভাবে নির্দিষ্ট পাপ হতে উদ্ভূত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

“Astronomy was born of superstition; Eloquence of ambition, hatred flattery, lying; Geometry of avarice, physics of a vain curiosity, all of them even Ethics, of human pride, The sciences and the Arts thus own their birth to our vices, we should be less in doubt regarding their advantages if they owned it to our virtues.”^৯

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসের ত্রুটি সম্পর্কে আলোকপাত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস ঘাঁটলে বিভিন্ন সময়ে এর দ্বারা কৃত নানারকম ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে। তথাপি এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না যে, বিজ্ঞান ক্রমাগত ভুল ছড়িয়ে যাওয়ার একটা নিখুঁত উপায়। অসংখ্য ভুল করে চলা নয়, সত্য নির্ণয়ই বিজ্ঞান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভুল স্বরূপে স্থায়ী হতে পারেনা। এ সত্যের সহচর নয়। এ যেন একটা ভবঘুরে যে, যে মুহূর্তে ধার শোধ দিতে পারে না, সেই মুহূর্তে স্থান ছেড়ে পালায়।”^{১০}

সাহিত্য ও শিল্পের পথ ধরে আসে বিলাসিতা যা মানুষের অলসতা ও অহংবোধ থেকে জন্ম নেয়। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা ছাড়া বিলাসিতা খুব কমই দেখা যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে রুশোর সুচিন্তিত অভিমত হল—

“The Ancient political thinkers forever spoke of moral and virtue; our speak only the commerce and of money... a man is worth to the state only what he consumes in it.”^{১১}

রবীন্দ্রনাথও মনে করেন আধুনিক সভ্যতায় বস্তুসম্পদের চাহিদা মানুষের জীবনে কৃত্রিমতার সৃষ্টি করে। এই বস্তুগত চাহিদা পূরণ হলেও জীবন সংহত হয় না। তিনি বলেন—

“আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল-কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, ... এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা-বিদ্বেষ; এখানে তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়; সুতরাং এইখানেই তার লড়াই।”^{১২}

রুশোর সময়কালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলস্বরূপ শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি হলেও বর্তমান সময়ের মতো পরিবেশ দূষণ, বিশ্ব উষ্ণায়নের মতো বিষয়গুলি খুব একটা সক্রিয় হয়নি। ফলে তিনি আধুনিক পরিবেশবাদীদের মতো পরিবেশ দূষণের ফলাফলগুলি সরাসরি চিহ্নিত না করলেও তিনি তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেন যে আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও শিল্পের অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের ফলস্বরূপ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি প্রকৃতির সাথে মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে যা নিঃসন্দেহে পরিবেশগত অবক্ষয়ের একটি পরোক্ষ ও শক্তিশালী সমালোচনা তিনি বলেন—

“Everything is good as it comes from the hands of the Author of Nature; but everything degenerates in the hand of man.”²⁰

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলে যান্ত্রিক ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, যার ফলে পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত হয়। তবে পরিবেশ দূষণ বিষয় তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে তেমন সচেতনতা না থাকলেও শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। ‘জাপানযাত্রী’ প্রবন্ধে তিনি লেখেন –

“কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠতে লজ্জামাত্র করে না ... কলের চিমনিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটিতে লাগল, তখন দেখতে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি করেছে।”²⁸

সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে রুশো ও রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বিষয়ে একমত যে, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের বিকাশে মানুষের চিত্তকে মুক্ত করার বদলে আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। মানুষের গতিশীল জীবন হতে আবেগ, অনুভূতি, সহযোগিতার বদলে পারস্পরিক বিদ্বেষ, সংঘর্ষ, শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের কার্যকলাপের ফলে প্রকৃতি ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার ভূমিকা : প্রকৃতি থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রয়োজন। এই প্রকার শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বাস্তব, সৃজনশীল ও জীবনমুখী অভিজ্ঞতা প্রদান করে। রুশো ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উভয়েই শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর হিসেবে শৈশবকেই বেছে নিয়েছিলেন। আগামী প্রজন্ম উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তবেই দায়িত্বশীল, সহানুভূতিশীল ও পরিবেশ সচেতন নাগরিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হবে।

রুশোর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা তার ‘Emile’ গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি। আধুনিক নবজীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় প্রতিফলিত হয়। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র, সমাজ, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কৃত্রিম। তাই কৃত্রিম পরিবেশে কখনোই প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠতে পারে না। রুশো প্রথাগত শিক্ষার সংকীর্ণতাকে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, এই শিক্ষা মানুষকে শুধুমাত্র বাহ্যিক সম্পদের বিকাশের উপযুক্ত করে তার নিজস্ব মানবিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। সকলে প্রকৃতিসৃষ্ট অভিন্ন মানবপ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষের আর্থিক অবস্থা ও পেশার ভিত্তিতে তার পরিচয় নির্ধারিত হয়। যার ফলে মানুষের মধ্যে বিভেদমূলক মানসিকতা তীব্র হয়ে ওঠে এবং মানুষের মধ্যে মানবিকতা, সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও সম্প্রীতির ভাবনার অভাব দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ‘Emile’ গ্রন্থে মন্তব্য করেন—

“In the natural order, men are all equal and their common calling is that of manhood, so that a well-educated man cannot fail to do well in that calling and those related to it.”²⁹

রুশোর মতে, শিশুকে সমাজের কৃত্রিমতা থেকে দূরে রেখে প্রকৃতির কোলে বড় করে তোলা উচিত, যেখানে সে তার সহজাত প্রবৃত্তি, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিখবে। প্রকৃতিই হবে তার প্রথম শিক্ষক। এর জন্য প্রয়োজন প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন। তিনি বইয়ের পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে কৃত্রিম হস্তক্ষেপ না করার উপর জোর দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

“This education comes to us from nature... The inner growth of our organs and faculties is the education of nature, the use we learn to make of this growth is the education of men, what we gain by our experience of our surroundings is the education of things.”^{১৬}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও রুশোর মতো ইঁট-কাঠ-পাথরের কাঠামোয় আবদ্ধ গতানুগতিক প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষের বিরোধী ছিলেন। তিনি মুক্ত প্রাঙ্গনে গাছপালা ও পাখির কলরবে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময় শিক্ষার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। তিনি শিক্ষাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মুক্ত চিন্তা, হাতে-কলমে কাজ, নাচ, গান খেলাধুলা ও শিল্পকলার মাধ্যমে অর্জন করার বিষয়কে গুরুত্বদান করেন। এর ফলে শিশুর সহজাত কৌতূহল, সৃজনশীলতা ও জীবনবোধ জাগ্রত হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হল -

“মাটি, জল, বাতাস, আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না... শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই আমাদের শরীর ও মনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সেই সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক।”^{১৭}

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবন জীবনের আদর্শে শিক্ষালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেন আরণ্যক জীবনের সান্নিধ্যেই মানুষ বিশ্বব্যাপী বিরাটের সাথে পরিচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে—

“কেবল কলকারখানায় দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়।”^{১৮}

রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাদর্শন শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠায় প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান করা হয়। সুতরাং বলা যায়, রুশো জানতেন আধুনিক সভ্যতায় মানুষের পক্ষে পুনরায় নগরকেন্দ্রিক জীবন ত্যাগ করে প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই মানুষের মধ্যে যাতে সহজাত মানবিক গুণাবলীর বিকাশসাধন হয়, প্রকৃতির পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, সমাজ সৃষ্ট বৈষম্যমূলক মানসিকতা যাতে হ্রাস পায় সেই লক্ষ্যে মানুষকে গতানুগতিক শিক্ষার বদলে প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষাদানের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রাচীন ভারতে প্রকৃতির সান্নিধ্যে তপোবনকেন্দ্রিক গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন তৎকালীন সময় ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়গণ দেশের ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তবে তিনি যুগোপযোগী পাশ্চাত্যের ভাষা, জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে দেশীয় ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন।

উপসংহার : বর্তমান সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে মানুষের কাছে বাহ্যিক সম্পদ সহজলভ্য হলেও অন্তরের সম্পদ ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। মানুষের জীবন থেকে মনুষ্যত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। সমাজের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্পদ মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, ধনী, অভিজাত ও সুবিধাবাদী মানুষের কুক্ষিগত থাকার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষ শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। দেশে অসাধুতা, চৌর্যবৃত্তি, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, সন্ত্রাসবাদের ভয়ঙ্কর পরিণাম বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। অপরিবর্তিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফল মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। রুশো ও রবীন্দ্রনাথ কখনই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও বিকাশের বিপক্ষে ছিলেন না। মানবসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সভ্যতার অগ্রগতির ফলস্বরূপ আগত নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে তাঁরা নিজেদের সমালোচনামূলক ভাবনা ব্যক্ত করেন। তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, মানুষের নিজের অস্তিত্ব তথা মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে প্রকৃতির গুরুত্বকে অনুধাবন করতে হবে। এই সচেতনতার জাগরণ প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। রুশো ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আজকের দিনে আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাবগুলি হ্রাস করার পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমানে সুস্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর ভাবনা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেখানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহারের কথা বলা হয় যেখানে একদিকে ভবিষ্যৎ

প্রজন্মের জন্য সম্পদ বা রসদ অপ্রতুল না হয়, অন্যদিকে মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক গুণগত মানোন্নয়ন এমনভাবে করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয় যেখানে মানুষের আর্থ-সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাহত না হয়। বাস্তবতন্ত্র উপর যাতে মানুষের অনিয়ন্ত্রিত আচরণের ফলে চাপ সৃষ্টি না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখার উপর জোর দেওয়া হয়। এই সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 2015 সালে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে SDG (Sustainable Development Goal)-এ 17টি আন্তঃ সংযুক্ত বিশ্বজনীন লক্ষ্যের কথা বলা হয়, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়নের ভাবনাও গুরুত্বলাভ করেছে।^{১৯} রুশো ও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রকৃতির সাথে মানুষের সামগ্রিক বিকাশের ভাবনা ব্যক্ত করেন তার সাথে পরিবেশবাদ (Ecologism)-এর কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশবাদে শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষা বা পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না বরং প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্কের আমূল পরিবর্তনের কথা বলা হয়। এখানে ভোগবাদ কমিয়ে স্থানীয়করণ ও মানুষের সহজ সরল জীবনযাপনের পক্ষে মতপ্রকাশ করা হয় ও পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়ন করার কথা বলা হয়। সর্বশেষে বলা যায় - জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, সম্পদের মালিকানা নির্বিশেষে সকলে যখন নির্দিধায় নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দেবে; নৈতিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থতা, সৌজন্যবোধ দয়া, করুণার মত প্রকৃতিপ্রদত্ত মানবিক গুণগুলির বিকাশসাধন হবে তখন সমাজ থেকে যাবতীয় বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনার প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। কেবল আইন প্রণয়ন ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। এর জন্য মানবসত্তার সামগ্রিক বিকাশ প্রয়োজন। মানুষ ও প্রকৃতি আলাদা নয় বরং তারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল — এই বোধের জাগরণ হলে মানুষ নিজের জীবনে প্রকৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এই সকল ইতিবাচক চেতনার বিকাশ হলে রুশো ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বাস্তবে বিকশিত হবে।

Reference:

১. Rousseau, J. J. *The Social Contract and Discourses*. Translated by G.D.H. Cole, London, J. M. Dent and Sons, 1973. P. 72
২. Ibid, P. 83
৩. Jha, S. *Western Political Thought : From Plato to Marx*. Pearson, 2010, P. 151
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, অনুবাদক - সুনীল রায়, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১, পৃ. ৯
৫. তদেব, পৃ. ১০
৬. তদেব, পৃ. ১৭-১৮
৭. Rousseau, J. J. *The Social Contract and Discourses*, Translated by G.D.H. Cole. London, J. M. Dent and Sons, 1973. P. 4-5
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, অনুবাদক - সুনীল রায়, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১, পৃ. ১৪
৯. Rousseau, J. J. *The Social Contract and Discourses*, Translated by G.D.H. Cole. London, J. M. Dent and Sons, 1973. P. 14
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, অনুবাদক - সুনীল রায়, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১, পৃ. ৩১
১১. Rousseau, J. J. *Discourse on the Sciences and Arts*. Geneva, Barillont & Son, 1750, P. 16
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২৫, পৃ. ১৭৫
১৩. Rousseau, J. J. *Emile*, Translated by- Barbara Foxley. London, JM Dent& Sons LTD.1943, P. 158
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জাপান-যাত্রী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২২, পৃ. ২৯
১৫. Rousseau, J. J. *Emile*, Translated by- Barbara Foxley. London, JM Dent& Sons LTD.1943, P. 9
১৬. Ibid- p. 6

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শিক্ষা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৭, পৃ. ৮৪

১৮. তদেব, পৃ. ১২২

১৯. United Nations. 'Sustainable Development Goals'. UN.org, <https://sdgs.un.org/goals>. Accessed 10 Jan. 2025

Bibliography:

Jha, S. *Western Political Thought : From Plato to Marx*. Pearson, 2010

Rousseau, J. J. *Discourse on the Sciences and Arts*. Geneva, Barillont & Son, 1750

Rousseau, J. J. *Emile*, Translated by - Barbara Foxley. London, JM Dent& Sons LTD. 1943

Rousseau, J. J. *The Social Contract and Discourses*, Translated by G.D.H. Cole. London, J. M. Dent and Sons, 1973

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা, দ্বিতীয় খণ্ড*, কলকাতা, জি.এ.ই পাবলিশার্স, ১৯৬৮

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কালান্তর*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জাপান-যাত্রী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান*, অনুবাদক -ড. শংকর সেনগুপ্ত, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শিক্ষা*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, অনুবাদক- সুনীল রায়, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১